

৪  
১৯৯৭

১৯৯৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর

## উচ্চশিক্ষায় সেশনজট

গত ২০-২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই স্ট্র. ছাত্রবিক্ষেপ ও ডাংচারের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় শহরের কলেজগুলি বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল। তবে শীঘ্রই সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত ও সুস্থির হইয়া আসিলে বন্ধ ঘোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এমতাবস্থায় দেশের সকল সরকারি কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতে শুরু করিয়াছে। নিজ নিজ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতিমধ্যে খুলিয়াছে এবং খুলিবার অপেক্ষায় আছে ঢাবি, জাবি, রাবি, চবি, পাবি, বাকুবি, কয়েট, ঢামেকুসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। ইতিমধ্যে ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলিতে না খুলিতেই আসিয়া পড়িয়াছে পবিত্র রমজান মাস ও ঈদুল ফিতর। উহার প্রায় মাস দুয়েক পরেই আসিয়া পড়িবে পবিত্র ঈদুল আজহা। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের সদিচ্ছা এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। অতঃপর অনিবার্য সেশনজটের কবলে পড়িতেছে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। উল্লেখ করা আবশ্যিক, স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট তেমন ছিল না বলিলেই চলে। ১৯৭২ সালে ঢাবি খুলিবার পর 'অর্তান্ত' পরিস্থিতিভাবে, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সেশনজট কাটািয়া উঠা সম্ভব হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, ১৯৮০ সাল হইতে কারণ-অকারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ থাকিবার জন্য সেশনজট একরকম চিরস্থায়ী হইয়া পড়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও রহিয়াছে সেশনজট। কেহ কেহ ইহার জন্য দায়ী করেন শিক্ষাঙ্গনগুলির ছাত্র-শিক্ষকদের মাত্রাতিরিক্ত দলীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়া, ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতি ও দলীয়করণ, সর্বোপরি ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনগুলির অস্বাভাবিক কনফ-বিবাদ-কোন্দল ইত্যাদি। সবুয়ে সবুয়ে সংঘটিত সহিংস ঘটনা ছাত্রবিক্ষেপ ও আন্দোলন এবং তজ্জনিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণাই মূলত ইহার জন্য দায়ী। রাজনৈতিক দলগুলির আহুত ধর্মঘট, হরতাল কর্মসূচি, শিক্ষকদের কর্মবিরতি, কোন কোন শিক্ষকের ক্লাস না নেওয়া, সময়মতো পরীক্ষা নেওয়ারসহ খাতা জমা না দিবার প্রবণতা, ফলাফল তুলাইয়া রাখা ইত্যাদিও কাজ করিয়া থাকে সেশনজটের পিছনে। এক হিসাবে দেখা যায়, দেশের সর্বোচ্চ স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বর্তমানে দুই বৎসর হইতে অনধিক পাঁচ বৎসরের সেশনজট চলিতেছে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে চলমান অনির্ধারিত ৬৬ দিনের ছুটিসহ আরও পাঁচ মাসের সেশনজট। ঢাবির প্রশাসনিক স্তরে জানা গিয়াছে, চলতি ৬৬ দিনের ছুটির কারণে বিভিন্ন অনুষদ ও কলেজের মোট ৬৩০টি পরীক্ষা স্থগিত করিতে হইয়াছে। আর কে না জানে, একবার একটি পরীক্ষা স্থগিত করা হইলে পুনরায় উহা গ্রহণ করা দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। এক হিসাবে দেখা যায়, বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে গড়ে প্রায় দুইশত দিনই বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উহার অনিবার্য চাপ গিয়া পড়ে ছাত্রছাত্রীদের উপর। তাহানের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হয় অনিবার্যভাবে। আর্থিক ঝুঁকি ও চাপ সামলাইতে হিমশিম খাইতে হয় অভিভাবকদের। অনেকের সরকারি চাকরীতে চুকিবার সময়ও প্রায় ফুরাইয়া যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জীবনে নামিয়া আসে কেবলই হতাশা ও দীর্ঘশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও অধিকারকে এইভাবে সেশনজটের অজুহাতে ধ্বংস হইতে দেওয়া সমীচীন হইবে না কিছুতেই। পথায় কথায় ধর্মঘট, হরতাল, বিক্ষোভ যেমন কাম্য নহে, তেমনি উচিত নহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণাও। অন্তত এই একটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে সজাগ থাকিবে বলিয়া আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।